যুগান্তর

তারিখ 4 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

# পরীক্ষার খাতা দেখায় দেরি : ঢাবি'র ২৪ শিক্ষক কালো তালিকাভুক্ত

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ শিক্ষককে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার খাতা বিলম্বে গ্রহণ ও জমা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাদের কারণে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও বিভিন্ন বিভাগে ভাংচুর করে। যার রেশ ধরে সংবাদপত্রে নেতিবাচক খবর প্রকাশের পাশাপাশি সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এসব শিক্ষককে আগামী এক বছর পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

**ফল প্রকাশে মাসের পর মাস অপেক্ষা সৃষ্টি হচ্ছে সেশনজট**

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কালো তালিকাভুক্ত শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো চলছেন। নিজ নিজ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের ফাইনাল পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতা দেখিয়েছেন। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে কেউ সময়মতো খাতা গ্রহণ করেননি, এমনকি আরেকজনকে খাতা দেখতে দেননি। আবার অনেকে খাতা নিয়ে বাসায় ফেলে রেখে বিদেশে চলে গেছেন কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম কাজের আড়ালে ক্লাস নিয়ে বেড়িয়েছেন। তাদের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হচ্ছে মারাত্মক সেশনজট। জানা গেছে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, আইন বিভাগসহ কয়েকটি বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রাখার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। আর এ কারণে অনেকে চলতি ৩০তম বিসিএসে আবেদনের সুযোগবঞ্চিত হয়েছে। আবার অনেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চাকরিতে আবেদন করতে পারেনি। অনেকে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার আবেদন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রতি আইন, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা ফল প্রকাশের দাবিতে ভাংচুর পর্যন্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ওই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল কার্যক্রমের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে ২৪ জন শিক্ষককে চিহ্নিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুযায়ী একেকটি বিভাগের পরীক্ষা গ্রহণ তালিকাভুক্ত : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

## তালিকাভুক্ত : ২৪ শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শেষে পরীক্ষকদের খাতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে চিঠি পাঠানো হয়। চিঠি পাওয়ার পরপরই খাতা গ্রহণ করতে হয়। আর একদিনে সর্বোচ্চ ৬টি খাতা দেখতে হয়। সে হিসেবে মোট খাতা দেখার সময়সীমা নির্ধারিত হয়। আর যে কোন পরীক্ষা গ্রহণের সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু খাতা নিতে এবং জমা দিতে সর্বোচ্চ সাড়ে ৬ মাস বিলম্ব করার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। কর্তৃপক্ষের কালো তালিকায় দেখা গেছে, উত্তরপত্র গ্রহণে সর্বোচ্চ বিলম্ব ৩ মাস ২৬ দিন আর জমাদানে সাড়ে ৬ মাস বিলম্বের ঘটনা উদঘাটিত হয়েছে। এ দুটি রেকর্ড করেছেন যথাক্রমে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক সাদেকা হালিম ও নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ইসরাফিল শাহিন। জানা গেছে, উভয়ের কারণে চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। এদের মধ্যে প্রথমজন শুধু খাতা গ্রহণে বিলম্ব করেননি, জমাদানেও ৫ দিন বিলম্ব করেছেন। তার ক্ষেত্রে আরও দেখা যায়, ২০০৭ সালের মাস্টার্সের খাতা জমাদানে তিনি ৪ মাস ৬ দিন বেশি সময় নেন। এদের বাইরে একজন গবেষকের খাতা মূল্যায়নে প্রায় ২ বছর সময় নেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন। একটি এমফিল থিসিস মূল্যায়নে তিনি ১ বছর ৮ মাস ১২ দিন বিলম্ব করেন।

তালিকাভুক্ত অপর শিক্ষকদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন একাই বিভাগটিতে সাড়ে তিন মাস সেশনজট বাড়িয়েছেন। তিনি উত্তরপত্র গ্রহণ করেন ১ মাস ৪ দিন বিলম্বে, আর খাতা জমা দেন ২ মাস ১২ দিন বিলম্বে। একই বিভাগের অধ্যাপক আমানউল্লাহ ফেরদৌস ৩ মাস ২৮ দিন বিলম্বে উত্তরপত্র জমা দেন। নৃবিজ্ঞান বিভাগের (বহিঃ পরীক্ষক) সহযোগী অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা ২ মাস ২৬ দিন বিলম্বে উত্তরপত্র গ্রহণ ও ১ মাস ১৮ দিন বিলম্বে জমা দেন। সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দেন ২ মাস ১৮ দিন দেরিতে। তিনি মাত্র ২৯টি খাতা দেখতে নেন, যা ৫ দিনের মধ্যে দেখার কথা। নৃবিজ্ঞান বিভাগের এমফিল থিসিস মূল্যায়নে অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন ১ বছর ৮ মাস ১২ দিন বিলম্ব করেন।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২০০৮ সালের প্রথম বর্ষের পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দিতে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম নাজেম ৬ মাস ৬ দিন ও অধ্যাপক জিয়াউস সামস ৫ মাস ১৮ দিন বিলম্ব করেন। নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ইসরাফিল শাহীন ২০০৭ সালের চতুর্থ বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার ১৪টি উত্তরপত্র ৬ মাস ১৫ দিন ও ওয়াহিদা মল্লিক ৬ মাস ১২ দিন জমা দিতে বিলম্ব করেন। অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. জামালরেজা ২০০৭ সালের কমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জহিরুল হক মজুমদার উত্তরপত্র জমাদানে ৩ মাস ৩ দিন বিলম্ব করেন। ভূ-তত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড. আজিজুল হক ২০০৮ সালের চতুর্থ বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার ৩৪টি উত্তরপত্র জমাদানে ১ মাস ২১ দিন বিলম্ব করেন। অথচ ওই খাতা দেখার জন্য তার সময় বরাদ্দ মাত্র ৭ দিন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আমানউল্লাহ ফেরদৌস ২০০৭ সালের এমএসএস পরীক্ষার উত্তরপত্র গ্রহণে ১ মাস ৭ দিন বিলম্ব ও ৪ মাস ২৭ দিন জমাদানে বিলম্ব করেন। একাই তিনি ছয় মাসের সেশনজট সৃষ্টি করেছেন। অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী ১ মাস ২ দিন বিলম্বে উত্তরপত্র গ্রহণ ও ৩ মাস ১১ দিন জমাদানে বিলম্ব করেন। অধ্যাপক সরদার আমিনুল ইসলাম ৩ মাস ৬ দিন বিলম্বে গ্রহণ ও ১ মাস ৯ দিন বিলম্ব করেন জমাদানে। অধ্যাপক খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ২ মাস ৫ দিন ও অধ্যাপক সাদেকা হালিম ৪ মাস ৬ দিন বিলম্বে উত্তরপত্র জমা দেন।

এছাড়া অধ্যাপক ইরশাদ শামীম ৪ মাস ৯ দিন, নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা ২ মাস ২৬ দিন বিলম্ব করেন। আর উত্তরপত্র জমা দেয়ার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. শাহ এহসান হাবীব ১৮ দিন, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ ১ মাস ১০ দিন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন ২ মাস ১২ দিন, অধ্যাপক এএসএম আমানউল্লাহ ৩ মাস ২৮ দিন, অধ্যাপক ইমদাদুল হক ২১ দিন ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা ১ মাস ১৮ দিন বিলম্ব করেন।

এসব বিভাগের শিক্ষার্থীরা ফল প্রকাশের দাবিতে বিভাগগুলোতে ভাংচুর ও চেয়ারম্যানদের অবরুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। একই অনুষদের কোন বিভাগের ফলাফল ১৫ দিন বা ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বশেষ রোববার গণসাংবাদিকতা বিভাগে ২ মাসে ফল প্রকাশের দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথচ অনুষদভুক্ত অন্য বিভাগের ফলাফল আট মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় আটকে আছে। এসব শিক্ষক নিজেরা যেমন উত্তরপত্র সঠিক সময়ে মূল্যায়ন করেননি, অন্যদিকে অন্যদেরও খাতা দেখার সুযোগ দেননি। এমনকি তারা নিজেরা খাতা দেখতে পারবেন না, তাও জানাননি কর্তৃপক্ষকে। সূত্র জানায়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে খাতা দেখতে দেয়ার পর বারবার তাগিদ দিতে হয়েছে। পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস থেকে বারবার দেয়া তাগিদও কারও কারও ক্ষেত্রে কোন কাজে আসেনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী উত্তরপত্র গ্রহণের পর প্রতিদিন ৬টি উত্তরপত্র মূল্যায়নের নিয়ম রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে জমা দিতে না পারলে প্রতিদিন ১০ টাকা জরিমানা দেয়ার নিয়ম রয়েছে। সূত্র জানায়, এ নিয়মটি সংশোধন করে আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে প্রশাসন। আগামী সিন্ডিকেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলেও জানা গেছে।

এ ব্যাপারে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানান, একটি তালিকা প্রণয়নের কথা তিনি জানেন। তবে সিন্ডিকেটে আলোচনার আগে তিনি কিছু বলতে পারছেন না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমানে পরীক্ষার ফল যথাসময়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তারই নেতৃত্বে একটি মনিটরিং টিম কাজ করছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে মনিটরিং শুরু হয়। কোন অবস্থায় স্বাভাবিকতা নষ্ট হলে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ডিন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সমন্বয়ে দ্রুত তা ফিরিয়ে আনা হয়।

এমএস পরীক্ষার উত্তরপত্র জমাদানে ১ মাস ২৪ দিন বিলম্ব করেন। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মামুন উর রশীদ ২০০৭ সালের এমএস পরীক্ষার উত্তরপত্র জমাদানে ১ মাস ১৪ দিন বিলম্ব করেন। ফলিত পদার্থ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম মজুমদার ২০০৭ সালের এমএস পরীক্ষার উত্তরপত্র জমাদানে ২ মাস ৩ দিন, ড. সৈয়দ মাহমুদ উল্লাহ ১ মাস ২৭ দিন, ড. এইচএম আসাদুল হক ১ মাস ১৪ দিন বিলম্ব করেন। এছাড়া কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বহিঃ শিক্ষক ড. মামুনুর রশিদ ১ মাস ১৪ দিন ও ফলিত পদার্থ, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড